সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৩

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩১

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩৮—১৯০৩

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—১।১১।১৯৪৩

জন্ম

১৭ এপ্রিল ১৮৩৮ (৬ বৈশাখ ১২৪৫) তারিখে হুগলী জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাটে মাতামহের আলয়ে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৈলাসচন্দ্রের চারি পুত্র—হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র* এবং দুই কন্যা—বসন্তকালী ও নৃত্যকালী। হেমচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অবস্থা মন্দ ছিল না। আনন্দময়ী তাঁহার একমাত্র কন্যা; এই কারণে তিনি জামাতা কৈলাসচন্দ্রকে স্বগৃহে রাখিয়া পুত্রের আদরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, কৈলাসচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন। উত্তরপাড়ায় পৈতৃক ভদ্রাসনের একটু অংশ ব্যতীত তাঁহার আর কোন সম্পত্তি ছিল না।

হেমচন্দ্রের শৈশব রাজবল্লভহাটে অতিবাহিত হইয়াছিল। এখানে গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। নয় বৎসর বয়সে তিনি খিদিরপুরে আসেন। খিদিরপুরে রাজচন্দ্রের একখানি ছোট বাড়ী ছিল, তিনি খিদিরপুরে থাকিয়া মোক্তারি

---

* ঈশানচন্দ্র সুকবি ছিলেন। ইঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'চিত্তমুকুর' (১২৮৫ সাল), 'বাসন্তী' (শ্রাবণ ১২৮৭), 'যোগেশ কাব্য' (ফাল্গুন ১২৮৭) ও 'চিন্তা' (১২৯৪ সাল)—এই কয়খানির নাম আমরা জানি, তন্মধ্যে 'যোগেশ কাব্য'ই সমধিক প্রসিদ্ধ। ঈশানচন্দ্র প্রথমে হুগলী কলেক্টরীতে এবং পরে হাইকোর্টে কর্ম্ম করিতেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তিনি বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন।

করিতেন। মাতামহের খিদিরপুরের বাড়ীতেই হেমচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

ছাত্র-জীবন

হিন্দুকলেজ

খিদিরপুরে অবস্থানকালে হেমচন্দ্র প্রতিবেশী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর স্কুলে পড়েন। প্রসন্নকুমার তখন হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলের ১১শ শিক্ষক (১৮৫১—জুন, ১৮৫৩)। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হেমচন্দ্রকে ইংরেজী পড়াইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ও পরিশ্রমী হেমচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই পাঠে বিলক্ষণ অগ্রসর হইলেন। প্রসন্নকুমার সন্তুষ্ট হইয়া, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক হেমচন্দ্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য একেবারে হিন্দুকলেজের সিনিয়র-স্কুল-বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। দরিদ্র হেমচন্দ্রের স্কুলের বেতনও তিনি যোগাইতেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় হেমচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৫২-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

The examiners consider the following boys deserving of certificates of honor :—

SECOND CLASS

1.	Gopal Chunder Banerjee	..	Mathematics
2	Hem Chunder Banerjee	.	Literature
3.	Rooplall Mitter	...	Vernacular.

জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হিন্দুকলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল—এই দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু স্কুল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধীন থাকে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র হিন্দু স্কুল হইতে জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১০৲ বৃত্তি লাভ করেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

List of Students to whom Scholarships have been awarded in April 1855.

... ...

HINDU SCHOOL.

Shamachurn Gangooly gains Dwarkanath Tagore's Scholarship of Rs 10-0-0
Hem Chunder Banerjee gains Rajah of Burdwan's Scholarship of Rs 10-0-0.*

শিক্ষকতা-পরীক্ষা

জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়া হেমচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। কলেজে পড়িতে পড়িতে তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষকতা কর্ম্মের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায়

* General Report on Public Instruction,...From 27th January to 30th April 1855. App. p. xciii.

তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশনের রিপোর্টে (App. C, p. 28) প্রকাশ :—

Return of Candidates passed during the year for Employment or Promotion in the Education Dept.

Names of passed Candidates—Hem Chunder Banerjee.

Where Educated —Presidency College.

Employment at the time of Examination—Student in the Presidency College.

When and where examined—Calcutta Sept. 1856.

Grade of Certificate gained—High 2nd Grade.

N. B. 2nd Grade Certificate holders are eligible to appointments of which the Salary does not exceed Rupees (150) One hundred and fifty.

কৌতূহলী পাঠকের জন্য শিক্ষকতা-পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

QUESTIONS SET AT THE TEACHERSHIP EXAMINATION HELD AT CALCUTTA IN SEPTEMBER 1856.

ART OF TEACHING AND DUTIES OF SCHOOL-MASTER.

For candidates for 2nd and 3rd Grade Certificates.

1. What books have you read, and what instruction have you received in the art of teaching ?

2. Give a short analysis of any one of the books which you may have read on the art of teaching.

3. How would you organize a School of 100 boys between the ages of 6 and 12 years ?

4. What apparatus and books would you require ?

5. Give the forms of the different registers which you shall keep in a School.

6. State the distinctive features of the simultaneous, the elliptical, and the individual methods of teaching. For what subjects are they respectively suited ? Give your reasons.

7. How would you begin to teach Geography to a Class of young boys ? Give a Topographical account of your own village ? Write a paper on the use of the black-board ? What are the principal advantages of the Gallery system of instruction ? What system of punishments would you adopt in your School ? What are your reasons for or against corporal punishments ? What provision for the moral training of the boys you make in your School ?

8. Give a lesson using ellipses on any subject you like, say an Elephant or a Horse.

9. What amount of work ought a Class two years below the Junior Scholarship Standard to get through in one month ?*

* Rep. of the Director of Public Instruction for 1856-57, App. C. pp. 84-85.

সিনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা

ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের ঐ বৎসরের রিপোর্ট (পৃ. ১২) হইতে আরও জানা যায়, হেমচন্দ্র দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া সিনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২৫৲ বৃত্তি পান। ডিরেক্টরের রিপোর্ট হইতে (App. C, p. 12) আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Return of Senior Scholarships gained during the year.
> Names of Scholars—Hem Chunder Banerjee.
> School at which gained—Presidency College.
> When gained—April 1857.
> Monthly value of Scholarship—Rs. 25.
> For how long tenable—Two years.
> For Proficiency in what branch—General Proficiency.

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা

এই সময়ে হেমচন্দ্র আরও একটি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে; এই বৎসরই এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হেমচন্দ্র উত্তরপাড়া স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা

দিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

বি-এ পরীক্ষা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারে প্রকাশ, পর-বৎসর ৩ মে ১৮৫৯ তারিখে বি-এ পরীক্ষা হয়; প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৪ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে মাত্র ৮ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যে তিন জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন তাঁহাদের মধ্যে ভোলানাথ পাল (হেডমাষ্টার, রাণাঘাট স্কুল) প্রথম, হেমচন্দ্র দ্বিতীয় এবং তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।* এনট্রান্স পরীক্ষা না দিলে কোন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিত না। হেমচন্দ্র পূর্ব্বেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

এল-এল ও বি-এল উপাধি লাভ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন। ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারে

* Appendices to Genl. Rep. on Public Instruction...for 1858-59. Vol. II, App. A, p. 185; App. C, p. 12.

প্রকাশ, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি এই পরীক্ষা হয়। হেমচন্দ্র উপযুক্ত পারদর্শিতা দেখাইতে না পারায় এল-এল উপাধিলাভের যোগ্য বিবেচিত হন।* ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বি-এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কোন স্বতন্ত্র পরীক্ষা দিতে হয় নাই। ১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ম হয়, যে-সকল এল. এল.-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র গ্র্যাজুয়েট হইয়াছেন তাঁহারা ৫০ টাকা ফি জমা দিলেই বি-এল উপাধি লাভ করিবেন।

চাকুরী-জীবন

শিক্ষকতা

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হেমচন্দ্র কেরাণী-রূপে মিলিটারী অডিটার-জেনারেলের আপিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অল্প দিন এই কার্য্য করিবার পর তিনি ৫০ বেতনে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের হেডমাষ্টার হন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্কর ঘোষের লেনে স্থাপিত হয়; ইহাই পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আসে এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন নাম

* General Report on Public Instruction,...for 1860-61. App. A, p. 147.

ধারণ করে। এই স্কুলে শিক্ষকতাকালে হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রগণের গৃহশিক্ষকও ছিলেন।*

মুন্সেফি

চাকুরী বজায় রাখিয়া হেমচন্দ্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আইন-পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এল-এল উপাধি লাভ করিয়া তিনি হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ১৯ মার্চ '৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হন। কিন্তু উকীল হইয়াই কাহারও পসার-প্রতিপত্তি হয় না। এদিকে হেমচন্দ্রের আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। মনে হয়, এই সময়েই তিনি হে এণ্ড কোম্পানীর অনুরোধে, উপযুক্ত পারিশ্রমিকে Norton's Law of Evidence 'নিদর্শন-তত্ত্ব' নামে বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য। খুব সম্ভব, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি মুন্সেফের কর্ম্ম স্বীকার করেন। তিনি শ্রীরামপুর ও হাবড়ায় প্রতিনিধি-মুন্সেফ-রূপে বৎসর-খানেক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যে তিনি হাবড়ার মুন্সেফ ছিলেন, তাহা ২ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে :—

* 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য।

হাবড়ার মুন্সেফী আদালতটী...ভীষণ মূৰ্ত্তি ধারণ করিয়াছে। · এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফী আসন অধিকার করিয়াছেন। ইনি উচ্চউপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত লোক ইঁহার দ্বারা সদ্বিচার লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু দুভাগ্য বশতঃ ইঁহার কএকটী কার্য্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি।—"সাত্রাগাছী"

স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাবড়ার মুন্সেফ-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, হেমচন্দ্র ওকালতি করিবার জন্য হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে ওকালতিতে তাঁহার পসারও হইয়া গেল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন ঃ—

ওকালতী করিবার ইচ্ছা হইল, কলিকাতায় নহে, বরিশালে। যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি এক প্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের জুনিয়রি করিয়া দুটা একটা মোকদ্দমা পাইয়াছিলেন। একটা মোকদ্দমায় একদিন ঘটনা-চক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না; সুতরাং হেম বাবুকেই argue করিতে হইল। তিনি মোকদ্দমা জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের সূত্রপাত হইল। বরিশাল যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রোজগার করিতে

লাগিলেন, মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা আয় হইতে লাগিল। (পৃ. ৭২

১ এপ্রিল ১৮৯০ তারিখে হেমচন্দ্র হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকীল নিযুক্ত হন।

সাহিত্য-সেবা

ছাত্রজীবনে হেমচন্দ্র মাঝে মাঝে কাব্যাদি পাঠ ও কবিতাদি রচনা করিতেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয়: তিনি তখন সবে হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২৩। ইতিমধ্যে মধুসূদন দত্তের সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হইয়াছিল। তিনি পর-বৎসর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন (শ্রাবণ ১২৬৯)। ৪ জুন ১৮৬২ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্রে প্রকাশ:—"Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface,..." মধুসূদনের সহিত আলাপ-পরিচয়ের ফলেই হউক বা যে-কারণেই হউক, কাব্যরচনার দিকে দিন দিন হেমচন্দ্রের ঝোঁকের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। শেষে ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে সাহিত্য-সম্রাট্

বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের ভালে রাজটীকা পরাইয়া দিলেন : মধুসূদনের মৃত্যুতে তিনি লিখিলেন ঃ—

> কিন্তু বঙ্গকবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ-সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বাণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন,—কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবি-শূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।

হেমচন্দ্রের রচনাবলীর কথা আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

শেষ-জীবন

হেমচন্দ্রের শেষের দিনগুলি বিষাদময়। শোক দুঃখ ব্যাধি তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িতে থাকে। ২২ নবেম্বর ১৮৯৭ তারিখে চক্ষুতে অস্ত্র করা হইল, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিয়া আসিল না। হেমচন্দ্র অন্ধ হইলেন। ২৪ মে ১৯০৩ (১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত কবিতা

বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে হেমচন্দ্রের যে-সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা সঙ্কলন করা

সহজসাধ্য নহে। বর্ত্তমান তালিকায় আমরা তাঁহার কতকগুলি রচনার নির্দ্দেশ দিলাম।—

এডুকেশন গেজেট

ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

১।	হতাশের আক্ষেপ	১২৭৫,	১৭ মাঘ
২।	জীবন সঙ্গীত		২ ফাল্গুন
৩।	বিধবা		১৬ ফাল্গুন
৪।	যমুনা-তটে		২৮ চৈত্র
৫।	কোন একটি পাখীর প্রতি	১২৭৬,	২৬ বৈশাখ
৬।	লজ্জাবতী		১৬ শ্রাবণ
৭।	মদন-পারিজাত		২৭ চৈত্র
		১২৭৭,	৩ বৈশাখ
৮।	জীবন-মরীচিকা		৩০ বৈশাখ
৯।	ভারত-বিলাপ		২৮ জ্যৈষ্ঠ
১০।	প্রিয়তমার প্রতি		২৫ আষাঢ়
১১।	ভারত-সঙ্গীত		৭ শ্রাবণ
১২।	গঙ্গার উৎপত্তি		৫ কার্ত্তিক
১৩।	ভরতপক্ষীর প্রতি		২৬ কার্ত্তিক
১৪।	পদ্মের মৃণাল		৬ ফাল্গুন
১৫।	প্রণয়	১২৭৮,	১০ আষাঢ়
১৬।	উন্মাদিনী		৬ শ্রাবণ
১৭।	অশোক-তরু		১০ ভাদ্র
১৮।	কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ		২৪ ভাদ্র

১৯। ভারত-কামিনী ... ৩১ ভাদ্র

২০। কাল-চক্র ... ২৬ ফাল্গুন ।•

অবোধ-বন্ধু

১। ইন্দ্রের সুধাপান ... ১২৭৬, শ্রাবণ

বঙ্গদর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঃ

১। কামিনীকুসুম .. ১২৭৯, বৈশাখ

২। মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয় (প্রবন্ধ) জ্যৈষ্ঠ

৩। দেবনিদ্রা (অসম্পূর্ণ) ... ভাদ্র

৪। ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা . পৌষ

৫। পরশমণি ... মাঘ

৬। অন্নদার শিবপূজা .. ১২৮০, জ্যৈষ্ঠ

৭। [মধুসূদনের] স্বর্গারোহণ .. ভাদ্র

৮। দুর্গোৎসব ... আশ্বিন

৯। ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার চৈত্র

১০। কমল বিলাসী ... ১২৮১, আষাঢ়

১১। এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী আশ্বিন

১২। সুহৃৎ-সঙ্গম ... ১২৮২, অগ্রহায়ণ
[কলেজ রিউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন উপলক্ষে]

সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত ঃ

১। "ভুলো না ও কুহুস্বর,—ভুলো না আমায়" ১২৮৪, আষাঢ়

২। একটী প্রিয় জলাশয় ... ১২৮৯, জ্যৈষ্ঠ

---

* অক্ষয়চন্দ্র সরকার : 'কবি হেমচন্দ্র', পৃ. ৮।

৩। হায় কি হলো ?— ... ১২৯০, কার্ত্তিক (১০৩ সংখ্যা)

৪। নব বর্ষ ... মাঘ (১০৫ সংখ্যা)

অমৃত বাজার পত্রিকা

১। খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য ... ১২৮১, ১৯ আষাঢ়

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ 'হেমচন্দ্র' পুস্তকে (২য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪) লিখিয়াছেন :—"রহস্য কবিতা রচনায়ও হেমচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন।... 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হইবার পর অমৃত-বাজারের কোন পুরাতন সংখ্যায় হেমচন্দ্র 'দাতভাঙ্গা কাব্য' নামক একটি হাস্যরসপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত করেন।...আমরা আজিকালি বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক দাতভাঙ্গা কাব্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু যাঁহার কাব্য প্রসাদগুণের জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত সেই হেমচন্দ্রের 'দাঁতভাঙ্গা কাব্য' খানি কিরূপ তাহা দেখিবার আমাদিগের যথেষ্ট কৌতূহল আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এ পর্য্যন্ত উক্ত কাব্যটি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। আশা করি ভবিষ্যতে কেহ এই কাব্যটি উদ্ধার করিয়া আমাদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন।"

বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্রের কোন প্রচলিত গ্রন্থাবলীতেও "দাঁতভাঙ্গা কাব্য" স্থান পায় নাই। সুখের বিষয়, ২ জুলাই ১৮৭৪ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় আমরা হেমচন্দ্রের "খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য" পাইয়াছি। কবিতাটি হুবহু উদ্ধৃত করিলাম।—

বাঙ্গালিরা তবে শুন বাঙ্গালির যত গুণ
ব্যাখ্যা করি আজ্ঞা মত তাঁর ;

সত্য প্রিয় ধরাধামে অমৃত বাজার নামে
স্ববিখ্যাত পত্রিকা যাহার '
বাঙ্গালির মুখ-পাত বাঙ্গালির বিষ দাঁত
বাঙ্গালির চক্ষু মুখ নাক .
বাক্য বিশারদ বীর প্রিয় পুত্র জননীর
অন্ধকার বঙ্গের জনাক—
আমার শিশির ভাই তাঁহার আদেশে গাই
ইথে কেহ নাহি কর ক্রোধ ;
আচার্য্য যেমন যার সেই রূপ শিষ্য তার
অধমের এই অনুরোধ ॥

বাঙ্গালি অপূর্ব্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সম্বাদ পত্র লেখে .
মল্ল ভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে !
বিড়ালে করিলে তাড়া মূষা যদি দেয় সাড়া
অমনি লেখনী ধরে বীর !
সাত সর্গে উপাখ্যান সাঙ্গ করি তেজীয়ান্
বঙ্গ ভূমি করয়ে অস্থির ।
ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোর নাদে
ছুটে গিয়া কাণিসে দাঁড়ায়,
বগলে কাগজ আঁটী কলম ঢাকের কাটী
বর্গী এলো বলিয়া চেঁচায় ।

অমনি বাঙ্গালি যত উচ্চ শব্দ করে কত
মাথা তুলে উঠিয়া দাঁড়ায় ;
পলাশী পাদুকা ভুলে উঠানে পতাকা তুলে
ভারত উদ্ধার করে হায় ।
এই গেল এক ঝাড় পালোয়ান গোঁপে চাড়
দিয়া রঙ্গে মল্ল বেশে সাজি ;
কলমে বাজায় ডঙ্কা কুঁদনিতে জিনে লঙ্কা
কথায় দেখায় ভেল্‌কী বাজী ।

২

দ্বিতীয় বাহন দল ইহাঁদের যে সকল
বাঙ্গালির গৌরবের হাঁড়ি ;
কথায় পাথর কাটে কোঁচা করে মাল সাটে
দাপটে সাপটে আসে বাড়ী ;
গিন্নী ঘরে কান্না করে আসি মন্দ রাগ ভরে
সে দিনের পত্রিকা ছড়ায়,
যত পড়ে গাত্র জ্বলে স্ত্রীর অঞ্চল তলে
ডুকুরিয়া কতই ফোঁপায় ।
পত্রিকার বাক্যবাণ তাতে পুরুষের প্রাণ
অপমান সহিতে কি পারে ?
গালে মুখে মারে চড় সমুৎসাহে ধড় ফড়
শেষে দুঃখে যায় গোষাগারে ।
গৃহিণী ভাতের থালা এনে দিলে দেহ জ্বালা
তখনি সে হয় নিবারণ ;

আবার সকালে উঠে হাঁপায়ে আফিসে ছুটে
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ।
গায়ে থাকে গার ঝাল আবার সপ্তাহ কাল
গত হলে গায়ের দাহন,
ভাগ্য বলে বাঙ্গালার করিতে ভারতোদ্ধার
এই সে দ্বিতীয় প্রকরণ।

৩

তৃতীয় তাহার পর সেই সব গুণধর
এই অন্ধ বাঙ্গলার নড়ি,
শোনা কথা সাত কাণ করে যারা খান খান
খেলে খালি নৈয়ে কাণা কড়ি।
ঝাপট সাপট সার নাহি ছাড়ে গৃহ দ্বার
তিল পেলে করো তোলে তাল,
কপাটে হুড়ুকা এঁটে লাঠি ধরে কসি সেঁটে
আগে যেতে হাঁটে পিছুয়াল,
বিদ্যার ঘরেতে ফক্কা বিছানায় হেরে মক্কা
টিমটিমিরে ঢক্কা জ্ঞান করে,
বায়স ডাকিলে তায় ভাবে সে গরুড় ছায়
কেঁচো দেখে দশ হাত সরে।
ইংরাজির ভাঙ্গা বুলি জিহ্বা অগ্রে কতগুলি
সর্ব্বদাই করে ধড়্ ফড়্;
লড়ায়ের কথা কত ঝড় বহে অবিরত
শেষ কথা ক্যাম্প ছাড়ি রড়!

উঠেছে ছাপার ছত্রে অমৃত বাজার পত্রে
বাঙ্গালির গুণের কীর্ত্তন,
বাহওবা দেয় সাত বার হাত পা আছাড়ে আর
ঘরে গিযা করয়ে শয়ন।
ভারত উদ্ধার হেতু ইংরেজী বিদ্যার সেতু
এই সে তৃতীয় প্রকরণ ॥

৪

চতুর্থ আমার মত ঝোল ভাত রাটী যত
ধ'র শান্ত স্থির সহিয়ান,
বনেদি প্রথায় চলে শক্ত দেখে বাপু বলে
কিল চড়ে নাহি যায় মান,
চাপট পডযে যেই গাল ফিরাইয়া দেই
দুর্ব্বল মানিতে নাহি লাজ,
চটকের প্রাণ লৈযে সুবৃহৎ গাছ বৈয়ে
সাধ করে না হইতে বাজ।
দিব্য চক্ষে দৃষ্টি হয এখন ত সেদিন নয
দাঁত ভাঙ্গে গৌরাঙ্গের কিলে।
এখনও সে বিবি জান অন্দর ছাড়ি পালান
দূরে দেখি ফিরিঙ্গীর ছেলে॥
বদনে রদন নাই আব কি বলিব ভাই
তবু বাণী শুন খোগ্‌লার—
বাঙ্গালির ফণা ধরা মরিতে পালক পরা
ছাতারের নৃত্য করা সার!!

খোগ্‌লা চন্দ্র বন্দীয়ান

২। বাজিমাৎ ... ... ১২৮২, ৭ মাঘ

"১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ (পরে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি রাত্রিকালে তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর 'জেনানা' দেখিতে বোধ হয় যুবরাজের ইচ্ছা হয়। হাইকোর্টের জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তখন বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ৩রা জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যুবরাজকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারস্থ মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সে সময়ে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন হয়।...

হাইকোর্টে উকীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট-প্লীডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেমন অতি আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন তেমনই পরিহাস-রসিক ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তেমনই এই ব্যাপার লইয়া ব্যঙ্গ কৌতুকও করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের রহস্য-কবিতা রচনার ক্ষমতা তিনি জানিতেন, তিনি কেবলই হেমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিলেন "হেম, তুই এই নিয়ে একটা কিছু লেখ্ না!" এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ' রচিত হয়।"—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ : 'হেমচন্দ্র', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪-২৮।

ভারতী

দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে ... ১২৯২, শ্রাবণ

আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ... ফাল্গুন

জীবনের লীলা ফুরালো ... ১২৯৩, চৈত্র
জয় জগদীশ হে ... ১২৯৪, কার্ত্তিক

নবজীবন

১। মদন পূজা ... ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯১, শ্রাবণ
২। হুতোম প্যাঁচার গান ... " ৩য় " আশ্বিন
৩। দীপণ-উৎসব।— ... " ৬ষ্ঠ " পৌষ
ভারতের নিদ্রাভঙ্গ
৪। হরিদ্বার ... ২য় " ৫ম " ১২৯২, অগ্রহায়ণ

[এই কবিতাটি পরে কবি-কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হয়; সংশোধিত কবিতাটি ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'মানসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।]

৩য় ও ৪র্থ বর্ষের (১২৯৩-৯৪) 'নবজীবনে'র লেখকগণের নামের মধ্যে হেমচন্দ্রের নাম আছে, কিন্তু উহাতে কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হয় নাই।

প্রচার

১। সংসার ... ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১২৯১, ১৫ শ্রাবণ
২। দেশেলাইএর স্তব ... " ৩য় " আশ্বিন
৩। গঙ্গার স্তোত্র।
(হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে) ২য় খণ্ড, ৪র্থ " ১২৯২, কার্ত্তিক
৪। বন্দে মাতর্গঙ্গে ... ৪র্থ খণ্ড, ১১শ-১২শ " ১২৯৫, ফাল্গুন-চৈত্র

নব্যভারত

১। কেন কাঁদ? [বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে] ১৩০১, আষাঢ়

নাট্যমন্দির

১। লছমন্ ঝোলা ... ১৩১৯, শ্রাবণ

গ্রন্থপঞ্জী

হেমচন্দ্র যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, রচনার নিদর্শন-সমেত সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

বাংলা ঃ—

১। **চিন্তাতরঙ্গিণী**। সন ১২৬৮, ইং ১৮৬১। পৃ. ৩০

চিন্তাতরঙ্গিণী

"পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য,

মনুষ্যের সার পদার্থ মন।"

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র। সন ১২৬৮। ইংরেজী ১৮৬১। মূল্য ।০ চারি আনা।

ইহার "বিজ্ঞাপন"টি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কবিতাকেশরী রায় গুণাকরের পর কবিতারচনা করিয়া যশঃ লাভ করা অসাধ্য। ইহা জানিয়াও এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া আপাততঃ মূঢ়ের কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু সকলের মন সমান নহে। মুহুর্মুহু কত লোকের মনে কতরূপ ভাব গতায়াত করিতেছে। দেশ কাল ভেদে মনোবৃত্তি প্রবাহের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে। এমন কি এক ব্যক্তিরই সময়ে সময়ে মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব উথলিত অন্তঃকরণের ভাবনিকর লিপিবদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই সংস্কারপরবশ হইয়া আমি এই ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করিতে সাহস অবলম্বন করিলাম।

পাঠকবর্গের নিকট আমার এই মাত্র নিবেদন যে, তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। ইহার দোষ গুণ বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহার দ্বারা প্রাচীন ব্যক্তিগণ নব্যসম্প্রদায়ের মনের অবস্থা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন এবং অনেকানেক পিতা মাতা সন্তানদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের মনঃপীড়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

পশ্চা'ল্লিখিত গল্পটী বাস্তব কোন ঘটনার অবিকল বিবরণ নহে উহার অধিকাংশই কাল্পনিক।

কলিকাতা।
১ লা ভাদ্র।
১২৬৮ সাল।

'চিন্তাতরঙ্গিণী' একটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া রচিত। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভটাচার্য্য আত্মহত্যা করেন। ইহার অল্প দিন পরেই হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী ও বাল্যসুহৃদ শ্রীশচন্দ্র (যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের অগ্রজ) পিতার কোন আদেশ বিবেকবিরুদ্ধ জ্ঞানে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মঘাতী হন। এই ঘটনা হেমচন্দ্রকে বিশেষ ব্যথিত করিয়াছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

হেমবাবুর চিন্তাতরঙ্গিণী...তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।...আমিই [হাবড়ার হিতকরী পত্রিকায়] প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর

'কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি, বায়রণের "Man's love of man's life is a thing apart" (Don Juan, Canto I) ইত্যাদির অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবেও বটে, আর কবিতা হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম। (পৃ. ৭৪-৭৫। 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়)

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কমল কাঁদিয়া কয়, ধূলায় পড়িয়া রয়,
হেমময় প্রতিমার মত।
সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ,
কপালে প্রহারচিহ্ন কত।
এক পল স্থির নয়, কভু আঁখি মুদি রয়,
কভু দুই হাত বাড়াইয়া।
সহাস বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়,
মনে করে রাখিব ধরিয়া।
এস হে প্রাণের সখা, একবার দাও দেখা,
এবে তুমি ছাড়িলে কেমনে।
ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে,
কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে।
কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোমা ছাড়িলাম,
কেন ভুলিলাম তব ছলে।
যত আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল,
একা রাখি আগে গেলে চলে॥
কমলে বাসিতে ভাল, কাছে রাখি চিরকাল,
মনোকথা বলিতে খুলিয়া।

মধুর কবিতা ধার, হরিলাম কত বার,
একাসনে দুজনে বসিয়া।
কতবার একাসনে, দোঁহে মিলি সংগোপনে,
পূজিলাম জগতের পতি।
এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি,
কে তোমারে দিল হেন মতি।
এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন,
বৃদ্ধ পিতা কেন হে কাঁদালে।
পতিপ্রাণা সতী নারী, পরাণে মারিলে তারি,
বন্ধুজনে শোকেতে ভাসালে॥

২। নিদর্শন তত্ত্ব। ইং ১৮৬২ (?)

ইহা Norton's Law of Evidence গ্রন্থের অনুবাদ।* কলিকাতার Hay & Co. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া হেমচন্দ্রের সাহায্যে এই অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। আমরা এই পুস্তকখানি এখনও কোথাও দেখি নাই।

৩। বীরবাহু কাব্য। ইং ১৮৬৪। পৃ. ৯৪।

বীরবাহু কাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

"Italia! Oh Italia! thou who hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past,
On thy sweet brow is sorrow plough'd by shame.
And annals graved in characters of flames.

* Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medical Classes, Normal Schools, &c. (1875), p. 76.

Oh God! that thou wert in thy nakedness,
Less lovely or more powerful and could'st claim
Thy right, and drive the robbers back, who press
To shed thy blood, and drink the tears of thy distress.

BYRON.

কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭১ সাল।

আখ্যা-পত্রের পৃষ্ঠে এই কবিতাটি আছে :—

আর্ কি সে দিন্ হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে,
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত।
যবে দেব-অবতংশ, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর।
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত।

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিতেছেন :—

প্রায় তিন বৎসর হইল আমি "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেই খানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য গ্রন্থ স্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি। কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিত-চিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা গ্রন্থ, প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম; কপালগুণে হয় ত যশের নয় ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়। কিন্তু মনুষ্যের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত

যশোলোলুপ যে জানিয়া শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক একবার চেষ্টা করিয়া দেখি সকলেই আপনাকে এই রূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।

উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

খিদিরপুর }
১২ই বৈশাখ। } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বীরবাহু কাব্য' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

বীরবাহু কাব্যে একদিকে যেমন দেশভক্তির অঙ্কুর দেখা গিয়াছে, অন্য দিকে সেইরূপ, ভাষা ও ছন্দের উপর হেমচন্দ্রের আধিপত্যসঞ্চার দেখা যাইতেছে।—'কবি হেমচন্দ্র', পৃ. ৭।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই কাব্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

মা গো ওমা জন্মভূমি! আরো কত কাল্ তুমি,
এ বয়েসে পরাধীনা হয়ে কাল যপিবে।
পাষণ্ড যবনদল, বল আর কত কাল,
নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।
কতই ঘুমাবে মা গো, জাগো গো মা জাগো জাগো
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা পুত্র সকলে।
ধূলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর ডাকি গো মা মা বলে।

কাহার জননী হয়ে, কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে দুগ্ধ কর দান, ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ। (পৃ. ৬৫)

৪। **নলিনী-বসন্ত নাটক**। ১২৭৫ সাল [১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮] পৃ. ১১৪+১ শুদ্ধিপত্র।

নলিনী-বসন্ত নাটক। মহাকবি সেক্‌সপিয়র কৃত টেম্পেষ্ট্‌ নামক নাটক অবলম্বনে বিরচিত।

"Sweetest Shakespeare, Fancy's child,
Warbling his native wood-notes wild."

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"

কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৫ সাল।

'নলিনী-বসন্তে'র একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাগ ললিত—তাল আড়া ঠেকা।
দিবা হলো অবসান ডুবিছে তিমির ;
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর।
পত্র পরে চারিধারে, সখীগণে নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে, উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তল পাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস, ভুলাতে অমর।

এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর। (পৃ. ২৪-২৫)

৭। **কবিতাবলী**। ২১ নবেম্বর ১৮৭০। পৃ. ৭৯।

কবিতাবলী। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট ও অবোধবন্ধু হইতে পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৭ সাল।

হেমচন্দ্রের চরিতকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন, "অনেক অনুসন্ধানেও কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" আমরা ১ম সংস্করণের 'কবিতাবলী' দেখিয়াছি ও উহার "সূচীপত্র"টি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১২৭৮ সালে প্রকাশিত 'কবিতাবলী'র ২য় সংস্করণও মন্মথবাবু দেখিতে পান নাই। আমরা উহার এক খণ্ড সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি। ইহাতে "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাটি বর্জ্জিত হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত কবিতাগুলি নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে :—

কুলীনমহিলাবিলাপ	অশোক তরু
পদ্মের মৃণাল	প্রলয়
প্রভাত কাল	ভারত কামিনী
উন্মাদিনী	

পাছে গবর্মেণ্টের বিরাগভাজন হইতে হয়, এই ভয়েই বোধ হয়, হেমচন্দ্র দ্বিতীয় সংস্করণ 'কবিতাবলী'তে "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাটি বর্জ্জন করিয়াছিলেন,—বিশেষতঃ এই জাতীয়তাবোধক কবিতাটি প্রথমে যখন 'এডুকেশন গেজেটে' (৭ শ্রাবণ ১২৭৭) প্রকাশিত হয়, সেই সময় গবর্মেণ্ট ভূদেববাবুর কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন।

১২৮৩ সালে উমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তৃতীয় সংস্করণ 'কবিতাবলী' (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত) প্রকাশিত হয়। ইহাতে ২য় সংস্করণের "প্রভাত কাল" কবিতাটি বর্জ্জিত এবং নিম্নোক্ত নূতন কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে :—

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা	এই কি আমার জীবনতোষিণী
দেবনিদ্রা	দুর্গোৎসব
পরশমণি	স্বর্গারোহণ
কমল বিলাসী	সুহৃৎ সমাগম
ভারতভিক্ষা	কামিনী কুসুম
অন্নদার শিব পূজা	কালচক্র
ভারতে কালের ভেরী	

তৃতীয় সংস্করণের 'কবিতাবলী'র কয়েট খণ্ড পুস্তকের শেষ ভাগে "ভারত-সঙ্গীত" ও "তুষানল"—হেমচন্দ্রের এই দুইটি কবিতা একত্র মুদ্রিত করিয়া সংযোজিত হইয়াছিল। "তুষানল" সম্বন্ধে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন :—

…বোধ হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের প্রথম খণ্ড কবিতাবলীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরেই, হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন। 'তুষ'নল' ও 'ভারত-সঙ্গীত' একত্র মুদ্রিত করিয়া কোন কোন বন্ধুকে তিনি উপহার দিয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড পুস্তকের শেষভাগে উহা বাঁধানও হইয়াছিল। কিন্তু 'তুষানল' কবিতাটি হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। —'হেমচন্দ্র', ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩।

১২৮৭ সালে "বিদ্যালয়-পাঠ্য" 'কবিতাবলী', ১ম ভাগ (৫ম সং) প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৩য় সংস্করণ 'কবিতাবলী'র কবিতাগুলি ছাড়া আরও দুইটি কবিতা বেশী আছে; একটি—"কুহুস্বর", অপরটি—"ভারতসঙ্গীত"। ১২৯৭ সালে বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতাবলীর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতাবলী' *First Edition (Revised)* প্রকাশ করেন, ইহার কবিতাগুলি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; ইহাতে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি আছে:—

১। যমুনাতটে, ২। পদ্মের মৃণাল, ৩। জীবন-সঙ্গীত, ৪। লজ্জাবতী-লতা, ৫। জীবন মরীচিকা, ৬। অশোক তরু, ৭। চাতক পক্ষীর প্রতি, ৮। পরশ-মণি, ৯। গঙ্গার উৎপত্তি, ১০। চিন্তাকুল যুবা, ১১। শচী-বিলাপ, ১২। কাশী-দৃশ্য, ১৩। বৃত্রাসুর বধ, ১৪। শিশুর হাসি, ১৫। অশাকানন, ১৬। স্বর্গারোহণ, ১৭। দধীচির অস্থিদান, ১৮। সতীশূন্য কৈলাস।

'কবিতাবলী' সমালোচকের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ১ম সংস্করণের 'কবিতাবলী' সমালোচনাকালে লিখিয়াছিলেন:—

These poetical pieces are amongst the best specimens of Bengali poetry we have recently seen. The versification is nearly faultless, the sentiments are not always common place, and the imagery shows good taste in the writer. The volume is a reprint of pieces which appeared first in the columns of the "Education Gazette" and the "Abodha Bandhu." The first piece, a ballad entitled "Indra's Potation" is in our opinion the best.

৬। **বক্তৃতা।** ইং ১৮৭২। পৃ. ৮।

ইহা সুবারবান্ সেন্ট্ পেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত বক্তৃতা। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার এক খণ্ড আছে।

৭। **বৃত্রসংহার,** ১ম খণ্ড। ১২৮১ সাল [১৪ জানুয়ারি ১৮৭৫] পৃ. ১৬৭।

বৃত্রসংহার। [কাব্য] প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত। (৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।) ১২৮১ সাল।

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

কতিপয় কারণ বশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই পুস্তক প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ প্রথার অন্যথাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...

নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বাগ্রে

বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। এদেশীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিল্টন্ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট্য-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘু গুরু উচ্চারণ-ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে তাহার অন্যথা করি নাই, কেবল শেষ ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি।

বাল্যাবধি আমি ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

সকল বিষয়ে কিম্বা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে কৈলাসের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্ব্বতের উপর না করিয়া অন্যত্র কল্পনা করিয়াছি।- কলিকাতা, খিদিরপুর। ১৮ পৌষ, ১২৮১ সাল।

'বৃত্রসংহার' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে জয়টীকা পরাইয়া দিলেন। ১২৮১ সালের মাঘ ও ফাল্গুন-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'বৃত্রসংহারে'র সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বাঙালী পাঠককে হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির পরিচয়

দিলেন। আমরা এই সমালোচনা হইতে তাঁহার কয়েকটি মন্তব্য মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

হেম বাবু এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না।...তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন, যে বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ সুখ অনেক দিন ঘটে নাই। এবং শীঘ্র ঘটিবে না। এরূপ কাব্য সর্ব্বদা জন্মে না।

এই মহাকাব্যের বিষয়, ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফূরিত করিয়াছেন।...

তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্ব্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ—

"পর্ব্বতের চূড়া যেন **সহসা** প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিলটনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।...

এই কাব্যে হেম বাবু একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন—অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ, এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন ; শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী। শচীবিলাপ হইতে আমরা একটি উদাহরণ প্রযুক্ত করিতেছি।

কেমনে ভুলিব বল্, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বাসিত কার্ম্মুক ধরি করে ;

তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে।
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে।
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে।
.. ...

ষষ্ঠ সর্গে দেবগণ স্বর্গ নিরোধ করিয়াছে। দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধ বর্ণনা বাঙ্গালাভাষায় অতুল্য; মেঘনাদ বধে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য। উদ্ধৃত করিতেছি।

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী;
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয় গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল,
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।......

অষ্টম সর্গ, আদ্যোপান্ত একটি সুদীর্ঘ মোহমন্ত্র। এই মোহমন্ত্রের মোহিনী রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা। বৃত্রসংহারের অষ্টম সর্গের ন্যায় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।...এই সকল কবিতার সমুচিত প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। "আমিও রমণী, রমণীও শচী" ইত্যাদি এক ছত্রে যাহা আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ শতপৃষ্ঠা লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না।...

…অদৃষ্টের বিষময় বীজ রোপিত করিয়া কবি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন। অপর খণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক তজ্জন্য যে ব্যগ্র হইয়া রহিলেন, ইহা আমরা হেম বাবুকে নিশ্চিত বলিতে পারি।…

…আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যে হেম বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

৮। **ভারতভিক্ষা**। ১২৮২ সাল [১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫] পৃ. ১৮।

ভারতভিক্ষা। (যুবরাজের ভারতবর্ষে শুভাগমন উপলক্ষে) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা। ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন, রায় যন্ত্রে, শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত। এবং শ্রীবিপিন বিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সন ১২৮২ সাল। মূল্য ৵০ আনা।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স (পরে সম্রাট্‌ সপ্তম এডওয়ার্ড) ২৩ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় আগমন করেন। এই উপলক্ষে 'ভারতভিক্ষা' রচিত হয়। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

চারি দিক যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোল পাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া—

"কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,

করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা,
ছাড়ি গাঁচ্চা জুতা চুণী পান্না গাঁথা,
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও।
"জানু পাতি ভূমে হেলাইয়া উষ্ণীষ,
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল
অধর অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।
"ভবে মোক্ষফল বাঞ্ছ-দরশন,
ভারতে দেবতা বৃটন এখন,
সেই দেবজাতি মহিষীনন্দন
দরশনে পূর্ব্বপাপ ঘুচাও। (পৃ. ৪-৫)

৯। **আশাকানন।** ১২৮৩ সাল [৩০ মে ১৮৭৬] পৃ. ১৭২।

আশাকানন [সাঙ্গরূপক-কাব্য] শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ও শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে, নং ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন. শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত সন ১২৮৩ সাল।.

প্রকাশক উমাকালী মুখোপাধ্যায় "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

আশাকানন এক খানি সাঙ্গ-রূপক কাব্য। মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান

বিষয় পরিব্যক্ত করা, ইহাই অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যতঃ সাদৃশ্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্যবোধক।……

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এই কাব্য লিখিত হয়। কিন্তু কবি নানা কারণে সঙ্কুচিত হইয়া পুস্তক খানি প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ইহা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।…খিদিরপুর ১লা মে, ১৮৭৬।

রচনার নিদর্শন :—

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীর সম স্বাদু নীর;
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভ তীর;
বিন্ধ্যগিরি শিরে জনমি যে নদ
দেশ দেশান্তরে চলে;
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে;
পবিত্র করিলা যে নদের কূল
সুকবি কঙ্কণ কবি
ফুটায়ে কবিতা কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি;
যে নদ নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী।

১০। **বৃত্রসংহার, দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৮৪ সাল [১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭] পৃ. ২২৬।**

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেন, ১৭ সংখ্যক ভবনে প্রকাশিত। ১২৮৪ সাল।

১১। **কবিতাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড।** ১২৮৬ সাল [১ জানুয়ারি ১৮৮০] পৃ. ৭৭।

কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম সংস্করণ।

"The soul is dead that slumbers"

Longfellow

কলিকাতা। ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যন্ত্রে, শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত, এবং ১৪ কালেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্ ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। ১২৮৬ সাল।

ইহাতে নিম্নলিখিত বারটি কবিতা স্থান পাইয়াছে :—

কাশী-দৃশ্য।	মণিকর্ণিকা।
শিশুর হাসি।	ইউরোপ্ এবং আসিয়া।
গঙ্গার মূর্ত্তি।	পদ্মফুল।
চিন্তা।	রেলগাড়ী।
গঙ্গা।	বিশ্বেশ্বরের আরতি।
বিন্ধ্যগিরি।	বাঙালীর মেয়ে।

১২। **ছায়াময়ী।** ১২৮৬ সাল [১৫ জানুয়ারি ১৮৮০] পৃ. ১৪২।

ছায়াময়ী। [কাব্য]

"I follow here the footing of thy feete
That with thy meaning so I may the rather meete."

Spenser.

তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া
চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে,
ধরি এই মনোরথে ।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্ ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। ১২৮৬ সাল।

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি ডান্টের লিখিত "ডিভাইনা কমেডিয়া" নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। সেই মহাকবির নিকট আমি কতদূর ঋণী তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বলা বাহুল্য যে "ডিভাইনা কমেডিয়া" বাইবেলের মতাবলম্বী এক জন প্রকৃত খৃষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত-নরক (Purgatory) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।

রচনার নিদর্শন :—

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি ;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি !—
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,

অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে
পশিছে বিটপী বন।
কুট করতালি কবন্ধ তুলিছে,
ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বট-বিটপে ব্রহ্মপিশাচ
হাঁচিছে বাজায়ে গালে।
ঊর্দ্ধ চরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভূঁয়ে,
রুদ্ধ অটবী বিরাট ভৈরবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে।
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসেছে ভৈরব-পাল,
ভীম-মূরতি শ্মশান হাসিছে,
আলেয়া জ্বালিছে ভাল।
চণ্ড আবেগে খেলিছে ভৈরবে
অস্থি-ভূষণ গলে,
হি হি হাঃ হি নর-কপাল
শ্মশান ভ্রমিতে চলে। (পৃ. ১-২)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সত্যই লিখিয়াছেন :—"ছায়াময়ীর সূচনায় শ্মশান-বর্ণনার রৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য।"

১৩। **দশমহাবিদ্যা**। ১২৮৯ সাল [২২ ডিসেম্বর ১৮৮২] পৃ. ৫৪।

দশমহাবিদ্যা। গীতিকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

"Where shall I grasp thee, infinite Nature where!
* * *
How all things live and work, and ever blending
Weave one vast whole from Being's ample range!
Goethe's Faust.

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯নং ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৯ সাল, ইং ১৮৮২।

[*All rights reserved.*]

"গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

ইহাতে গুটিকত নূতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ দুই একটীকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ।...

দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না, যে তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিতমতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই। খিদিরপুর। অগ্রহায়ণ। ১২৮৯ সাল।

'দশমহাবিদ্যা' হইতে "মহাদেবের বিলাপ" অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ।
শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ,
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে।

"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, ত্তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে।

১৪। হুতোম প্যাঁচার গান। ১২৯১ সাল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন :—"১২৯১ সালের আশ্বিনে হেমবাবু 'নবজীবনে' "হুতোম প্যাঁচার গান" বা "কলির সহর কলিকাতা" লিখেন। অল্প কাল পরে নবজীবন আফিস হইতে পুস্তিকাকারে ঐ পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের নাম ছিল না, শ্রীরসিক মোল্লা বিরচিত বলিয়া লেখা ছিল। হেমবাবুর গ্রন্থাবলীর মধ্যে একবারও এই কবিতা স্থান পায় নাই।"—'কবি হেমচন্দ্র', পৃ. ৪৩।

১৫। নাকে খৎ। ইং ১৮৮৫ (?) পৃ. ২১।

এই "হাস্য-কাব্যে"র একটি ইতিহাস আছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচ শত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেমবাবুর নিকটে যায়। হেম বাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়,

পৃ. ২৪১)...এবং খান পঞ্চাশেক মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। (ঐ. পৃ. ১৮।)

এই পুস্তিকার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।

১৬। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব। [১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭] পৃ. ১১।

"উপহারের জন্য এই কবিতাগ্রন্থের একটি রাজসংস্করণও রয়েল ৪ পেজী আকারে নানাবর্ণের কালীতে অতিপরিপাটিভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত সংস্করণে এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা মূল কবিতা ও পরপৃষ্ঠায় ইংরাজী কবিতায় উহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। মহারাণীকে উপহার প্রদান করিবার জন্যই ইংরাজী অনুবাদটি মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অনুবাদটি হেমচন্দ্রের নহে। হেমচন্দ্র কখনও ইংরাজী কবিতা লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।"—'হেমচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪।

১৭। রোমিও-জুলিয়েত। ১৩০১ সাল [২০ জুলাই ১৮৯৫] পৃ. ১৮৯।

রোমিও-জুলিয়েত। (ছায়া)

বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার।

ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ২৯।৩ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে, আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩০১

ইহা শেকসপীয়রের গ্রন্থের অনুবাদ নহে। গ্রন্থকারের "ভূমিকা"য় প্রকাশ :—

এই পুস্তকখানি, সেক্ষপিয়রের "রোমিও-জুলিয়েট" নামক নাটকের ছায়া মাত্র, তাহার অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতি-গত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, লোকাচার ও ধর্ম্মভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্য কঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেই জন্য আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটক খানি প্রকাশ করিলাম।…

১৭। চিত্ত-বিকাশ। ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৮। পৃ. ৭০।

চিত্ত-বিকাশ। শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

"Renounce all strength but strength devine ;
And peace shall be for ever thine."

Cowper.

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভেলুপুরা, বেনারস সিটি। ৺ কাশীধাম। ১৩০৫ দশাশ্বমেধ ঘাট, অমর যন্ত্রালয়। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা

গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটীরই অভাব হইয়াছে, তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্ম কল্পনা ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কবিতাকারে নিবদ্ধ করিলাম। উপরি লিখিত অবস্থাক্রমে ইহা যে সকল সহৃদয় মহাত্মাগণের

চিত্তবিনোদক হইবে ইহার আশা নাই। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পারে এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম।

কাশীধাম
ইং ১৮৯৮। ২২ ডিসেম্বর
বাং ১৩০৫। ৯ পৌষ

শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'চিত্ত-বিকাশ' কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে এই কয়টি কবিতা স্থান পাইয়াছে :—

হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।	প্রজাপতি।
বিভু কি দশা হবে আমার ?	জন্মভূমি।
কি হ'বে কাঁদিয়া ?	কি সুখের দিন।
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।	ধনবান্।
কৌমুদী।	ভালবাসা।
স্মৃতি সুখ।	অতৃপ্তি।
খদ্যোত।	মৃত্যু।
আলোক।	শিশু বিয়োগ।
ফুল।	ব্রজবালক।
সরিৎ সনয়।	কবিতা সুন্দরী।
কল্পনা।	

'চিত্ত-বিকাশ' হইতে একটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা—"বিভু কি দশা হবে আমার ?"—নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিভু কি দশা হবে আমার

একটী কুঠারাঘাতে, শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—

সব আশা চূর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী'পরে,
চির দিন করিতে ক্রন্দন ॥

আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে ।

চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে প্রাণ শিহরে
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ।

কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান
ভাবিতে সে সব কথা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান্ ।

সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে ।
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে ।

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;

না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা ভাণ্ডার,
চির অস্তমিত দিনমণি ।

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক ঘোর অন্ধকার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার ॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে
আমারি রজনী শেষ, হবে না কি ? হে ভবেশ !
জানিব না দিবা কারে বলে ।

আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জলে
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে ॥

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানব বদন ।

নিজ পুত্র কন্যা মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না

অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।

কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হ'বে আমার।

গ্রন্থাবলী ঃ

হেমচন্দ্রের অনেকগুলি গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য; এগুলির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি ঃ—

১। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪):—ক্যানিং লাইব্রেরি হইতে যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছাড়া ইহাতে তিনটি কবিতা—"দেশলাইএর স্তব," "সংসার" ও "মদন পূজা"—আছে। হেমচন্দ্র হিন্দী হইতে বাংলা পদ্যে কতকগুলি দোহাঁ "দোহাঁবলী" নামে অনুবাদ করেন, সেগুলিও এই গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে।

২। ১৩০০ সাল:—আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থাবলীতে পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির "নূতন সংশোধিত সংস্করণ"

মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ১ম ভাগ 'কবিতাবলী' স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে; ইহার কবিতাগুলি পঞ্চম সংস্করণের পুস্তকের অনুরূপ, কেবল "প্রিয় বয়স্যের প্রতি" কবিতাটি বেশী আছে। বিবিধ কবিতাগুলির মধ্যে ২য় ভাগ 'কবিতাবলী'র কবিতাগুলি ছাড়া এই কয়টি স্থান পাইয়াছে:—

> দোহাঁবলী, নব বর্ষ, মন্ত্রসাধন, জয়মঙ্গল গীত, মদন পূজা, সংসার, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে, সাবাস হুজুক আজব সহরে, হায় কি হলো?—, নেভার্—নেভার, বাজিমাৎ, দেশলাইয়ের স্তব।

৩। ১৩০৬:—হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহা আর্য্য-সাহিত্য-সমিতির 'হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র অনুরূপ, কেবল কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'রোমিও-জুলিয়েত' ও 'চিত্ত-বিকাশ' নূতন সংযোজিত হইয়াছে। বিবিধ কবিতাগুলির মধ্যে এই কয়টি বেশী আছে:—

> দীপন উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে, বিদ্যাসাগর, আমায় কেন পাগল বলে পাগলে।

১৩১১ সালে হিতবাদী-কার্য্যালয় 'হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে আরও এই কয়েকটি কবিতা নূতন সংযোজিত হইয়াছে:—

> এবে কোথা চলিলে? (সার রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে), আজি কি আনন্দ বাসর! (ভারতেশ্বরীর জুবিলি-উৎসব উপলক্ষে), বঙ্গে মাতর্গঙ্গে, কেন কাঁদ, রাখিবন্ধন (কংগ্রেস উপলক্ষে), দোহাঁবলী।

ইংরেজী:—

১। *Life of Srikrishna.*

হিন্দুকলেজে পাঠদ্দশায় হেমচন্দ্র ইহা রচনা করেন। তাঁহার চরিতকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন :—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র [হিন্দু] কলেজে একটি তর্কসভার প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র এই সভার সম্পাদক ছিলেন।...হেমচন্দ্রও এই সভায় "শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত" বিষয়ক একটি ইংরাজী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে রেভারেণ্ড লঙ উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা'র তৎকালীন সম্পাদক মিষ্টার ফর্বস্ উচ্চকণ্ঠে এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন এবং খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।—'হেমচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯।

২। *Brahmo Theism in India.* [7 April 1869], pp. 61.

পুস্তকখানি রচনার ইতিহাস এইরূপ :—

"তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র...ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিলেন।...তিনি কিছুকাল কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিলেন। গয়ায় তাঁহার পিতৃদেবের তর্পণাদি করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন।

কেশবচন্দ্র এই সময়ে দেশময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিও যে অপরাপর হিন্দুর ন্যায় "কুসংস্কার" পরিত্যাগ না করিয়া গয়ায় পিতৃতর্পণ করিলেন ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি হেমচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহার অসন্তোষ প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া "কুসংস্কারপূর্ণ" হিন্দু আচারাদি পালন করিয়া যে নিজ নিজ বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, ইহার

ইঙ্গিতও করিলেন। প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্র Brahmo Theism in India শীর্ষক একটি ইংরাজী প্রস্তাব রচনা করেন এবং উহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতবাদ ও উপদেশাবলী পরীক্ষা করিয়া, কি জন্য শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন।"—'হেমচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ১৩২৫ সালের 'মালঞ্চ' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি নব্যতন্ত্রী হইয়াও পুরাতন যুগের শেষ কবি। তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সকল বিভাগে অভি-নবত্বের বান ডাকাইয়াছিলেন মধুসূদন। তিনিও আমৃত্যু অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মৃত্যু হয়। বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হইতেই কাব্যগগনের সমুজ্জ্বল সূর্য্যরূপে রবীন্দ্রনাথ দেদীপ্যমান হন। মধুসূদনের তিরোভাব হইতে রবীন্দ্রনাথের এই আবির্ভাবকাল-মধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-যুগে আজ তাঁহাদের প্রভাব যতই হ্রাস পাইয়া থাকুক, স্ব স্ব রাজত্বকালে তাঁহারা যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন, তাঁহার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক মিলিবে।

মধুসূদনের মৃত্যুতে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ; রবীন্দ্রনাথের হিন্দুমেলায় উপহার ('অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত) কবিতাও কম প্রমাণ নয়। শিক্ষিত বাঙালী একদিন হেমচন্দ্রের ভেরী ও সিঙ্গা-রবে মাতিয়াছিল, নবীনচন্দ্রের কামান-গর্জ্জনে পুলকিত হইয়াছিল। আজ যুগপরিবর্ত্তনে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা এই দুই জন শক্তিমান্ কবির কীর্ত্তি ভুলিতে বসিয়াছি। ইহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপই এই "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল। কবির আসল পরিচয় তাঁহার কাব্যে মিলিবে।

হেমচন্দ্রকে নানা সমালোচক নানা ভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন—তিনি ভাষা ও ছন্দে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না, তাঁহার কাব্যের কোনও অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল না, বিলাতী কাব্যপাঠে যাঁহারা অভ্যস্ত, তিনি বৈদেশিক কাব্য-সাহিত্য হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চিত্তবিনোদন করিয়াছেন, তিনি সুলভ ভাবুকতায় গা ভাসাইয়া চলিতেন ইত্যাদি প্রত্যেক উক্তিই কোন-না-কোন দিক্ দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ও কবিতায় বাঙালীর জাতীয়তা-বোধ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুগাবসানে তাঁহার প্রভাব সম্পূর্ণ হ্রাস পাইলেও হেমচন্দ্রের রচনা যুগ-প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবেই সাধন করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের

অনেক কাব্য-কবিতাই নিত্য কালের নহে, কিন্তু যুগবিচারে তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নয়। হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের খাঁটি বাঙালী কবি, বাঙালীয়ানার সকল দোষগুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান। সে-যুগের বাঙালীরা এই কারণে হেমচন্দ্রকে মধুসূদনেরও উর্দ্ধে স্থান দিয়াছিলেন। মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন—

> এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারতসঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্জলিত করিয়া তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।...আমার মতে হেমচন্দ্রবাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট. তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—
>
> . ...
>
> ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর,
> অবনী অম্বর স্তম্ভিত প্রায়,
> নিবিড় আঁধার জলধিহুঙ্কার
> বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।
>
> নাহি করে গতি গ্রহদলপতি
> অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে,
> নদনদীজল হইল অচল
> নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয় ;
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয় ।

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়
ব্রহ্মসনাতন অতুল চরণ
সলিল নির্ঝর বহিছে তায় ।

হেমচন্দ্রের অনেক কবিতা দীর্ঘকাল বাঙালীর মুখে মুখে চলিয়াছিল ; "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে", "আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়", "কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গকুসুমে" প্রভৃতি লিরিকধর্ম্মী কবিতা আজিও সে-যুগের বাঙালীরা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। হেমচন্দ্রের অন্তরের অনুভূতি নানা কবিতার আকারে বর্ত্তমান থাকিয়া কবি-মানুষটির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে আমাদের সহায়তা করে। এই গীতিধর্ম্মী কবিতার একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। রচনাকালে কবি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন। হেমচন্দ্রকে যাঁহারা ভাবুকতা-বিলাসী বলিয়া জানেন, তাঁহারা এই কবিতাটিতে তাঁহার ভাবের গভীরতাও দেখিতে পাইবেন—

প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে ;
আমার রজনী শেষ হবে না কি ? হে ভবেশ !
জানিব না দিবা কারে বলে ?

আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে,
শিশির বসন্তকাল আসে যাবে চিরকাল
আমি না দেখিব কোন কালে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে পাব না দেখিতে নেত্রে
দেবতুল্য মানব-বদন।

আধুনিক যুগের মানুষ পুরাতন যুগকে মমতার চক্ষে দেখেন না বলিয়া হেমচন্দ্র আজ বিস্মৃত হইয়াছেন। হেমচন্দ্রের সমগ্র রচনায় সাময়িক ও ভাবাতিশয্যের জঞ্জাল বাদ দিলেও এমন বস্তু কিছু থাকিবে যাহাতে তিনি বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অনুসন্ধিৎসু সহৃদয় পাঠককে সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনী সমাপ্ত করিলাম।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র, কেবল * চিহ্নিত পুস্তকগুলি ।॰

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, *২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, *২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন। ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত

১৫। উইলিয়ম কেরী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত

২০। রাধাকান্ত দেব।

শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত

*২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।